নিরাপদ খাদ্য আইন মেনে চলুন
জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা করুন।

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
প্রবাসি কল্যাণ ভবন (১৩ তলা)
৭১-৭২ ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা-১০০০
ফোনঃ ৫৫১৩৮০০০, ৫৫১৩৮৬০০ ফ্যাক্সঃ ৫৫১৩৮৬০১, ৫৫১৩৮৬০২
ই-মেইলঃ info@bfsa.gov.bd ওয়েবসাইটঃ www.bfsa.gov.bd

নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ সম্পর্কে জানুন

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
খাদ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভিজিট করুন: www.bfsa.gov.bd

নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩

আপনি জানেন কি প্রতিদিন আমরা প্রায় ২৪০০ কোটি টাকার খাবার আহার করি!

উৎস থেকেই খাবার নিরাপদ রাখতে হবে

দ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
Safety Authority
ক্ষায় নিরাপদ খাদ্য

নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ সম্পর্কে জানুন

খাদ্য উৎপাদন ও আমদানি থেকে বিক্রয় পর্যন্ত
খাদ্য শৃঙ্খলের প্রতিটি ধাপ নিরাপদ রাখুন

পটভূমি

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর স্বপ্ন ছিল একটি সুখী, সমৃদ্ধ, ক্ষুধামুক্ত ও দারিদ্রমুক্ত সোনার বাংলাদেশ গড়ার। বঙ্গবন্ধুর এ স্বপ্ন বাস্তবায়নে প্রয়োজন সুস্থ, সবল, সৃজনশীল ও দক্ষ জনবল। জাতির জনকের সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিশন-২০২১ ঘোষণা করেন। সরকারের গৃহিত রূপকল্প অনুযায়ী ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের কাতারে বাংলাদেশকে নিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন রয়েছে। সরকারের ভিশন-২০২১, ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় (SDG-2030) সবার জন্য নিরাপদ খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিতকরণের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। বাংলাদেশ খাদ্যশস্য উৎপাদনে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে এবং সার্বিক খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের দ্বারপ্রান্তে। বাংলাদেশের বার্ষিক মাথাপিছু আয় ক্রমাগত বেড়ে চলেছে এবং ইতোমধ্যে বাংলাদেশ নিম্নমধ্যম আয়ের দেশে পদার্পণ করেছে। সেই সাথে জনগণের নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তির প্রত্যাশাও বেড়েছে। এ প্রেক্ষাপটে মানুষের জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ভেজাল ও দূষণমুক্ত নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তির

সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিতকরণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যুগোপযোগী, বিচক্ষণ ও দূরদর্শী সিদ্ধান্তে Pure Food Ordinance, 1959 রহিত করে যুগান্তকারী "নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩" প্রণিত হয় এবং আইনটি ১০ অক্টোবর ২০১৩ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

আইনটির মূল উদ্দেশ্য

- নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করা;
- খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ, বিপণন ও বিক্রয় সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সমন্বয়ের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা: এবং
- একটি দক্ষ ও কার্যকর কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কার্যকর নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি গড়ে তোলা।

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা

১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ কার্যকর হয় এবং ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে সরকার একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করে। একজন চেয়ারম্যান ও চারজন সদস্য সমন্বয়ে কর্তৃপক্ষ গঠিত হয়েছে।

কর্তৃপক্ষের প্রধান দায়িত্ব ও কার্যাবলি

- বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির যথাযথ অনুশীলন;
- নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ;
- খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ ও বিক্রয় সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ ও পরিবীক্ষণ: এবং
- নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার কার্যাবলির সমন্বয় সাধন।

নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ প্রণয়ন ও বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠার পর কর্তৃপক্ষের নেতৃত্বে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার কার্যাবলি সমন্বয়ের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। 'নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি' অর্থ -

- নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মতভাবে খাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, প্রস্তুতকরণ ও বিপণনের উৎকৃষ্ট পদ্ধতির অনুশীলন;
- বিপত্তি বিশ্লেষণ;
- সংকটকালীন জরুরি খাদ্য নিরাপদতা সাড়া (Food Safety Emergency Response);
- ক্ষতিকর অবশিষ্টাংশ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি: এবং
- খাদ্য অনিরাপদতার উৎস নিরীক্ষা পদ্ধতি।

উৎকৃষ্ট পদ্ধতি সমূহ

Good Agricultural Practices (GAP), Good Aquaculture Practices (GAqP), Good Manufacturing Practice (GMP), Good Hygienic Practice (GHP).

নিরাপদ খাদ্য কি?

প্রত্যাশিত ব্যবহার ও উপযোগিতা অনুযায়ী মানুষের জন্য বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যসম্মত আহার্য।

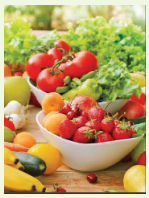

অনিরাপদ খাদ্য কি?

- যে খাদ্যে বা খাদ্যোপকরণে মাত্রাতিরিক্ত বালাইনাশক অথবা পশু বা মৎস্য-রোগের ঔষধের অবশিষ্টাংশ থাকে

- যে খাদ্যে বা খাদ্যোপকরণে মাত্রাতিরিক্ত কোন দূষক, টক্সিন বা ক্ষতিকর অণুজীবের উপস্থিতি থাকে

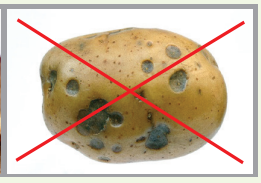

★ যে খাদ্যে বা খাদ্যোপকরণে মাত্রাতিরিক্ত সংযোজন দ্রব্য অথবা প্রক্রিয়াকরণ সহায়ক দ্রব্য মিশ্রিত থাকে

★ যে খাদ্য বা খাদ্যোপকরণ যথোপযুক্ত ও অনুমোদিত খাদ্য-সংস্পর্শক মোড়কে বা আধারে রাখা হয় না

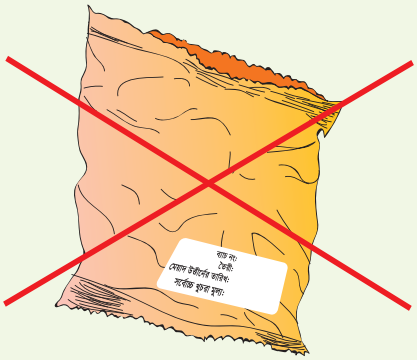

ভেজাল খাদ্য কি ?

কোন খাদ্য বা খাদ্যদ্রব্যের অংশকে -

★ রঞ্জিত, স্বাদ-গন্ধযুক্ত, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ বা আকর্ষণীয় করতে মানব-স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর, নিষিদ্ধ উপাদান অথবা নির্ধারিত মাত্রাবহির্ভূত পরিমাণ দ্বারা মিশ্রিত করা হলে; অথবা

★ রঞ্জিতকরণ, আবরণ প্রদান বা আকার পরিবর্তন করতে মাত্রাতিরিক্ত কোন উপাদান মিশ্রিত করায় খাদ্যদ্রব্যের গুণাগুণ ও পুষ্টিমান হ্রাস পেলে, তা হবে ভেজাল খাদ্য; অথবা

★ কোন খাদ্য বা খাদ্যদ্রব্যের অংশের মধ্য হতে কোন স্বাভাবিক উপাদান সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে অপসারণপূর্বক স্বল্প মূল্যের ভিন্ন কোন উপাদান মিশ্রিত করার মাধ্যমে আপাত ওজন বা পরিমাণ বৃদ্ধি বা আকর্ষণীয় করে ক্রেতার আর্থিক বা স্বাস্থ্যগত ক্ষতি সাধন করা হলে তা-ও হবে ভেজাল খাদ্য।

নিরাপদ খাদ্য যে কারণে জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ

★ অধিকাংশ জীবাণুই রোগ সৃষ্টি করে না; তবে ক্ষতিকর জীবাণুগুলো মাটি, জীবজন্তু ও মানুষের মধ্যেই বসবাস করে। ধোয়ামোছার ন্যাকড়া, দা-বটি, রান্নার হাঁড়ি-পাতিল, থালা-বাসন, ইত্যাদি থেকে এ জীবাণুগুলো সামান্য স্পর্শের মাধ্যমে খাদ্যে স্থানান্তরিত হয়ে রোগের কারণ হতে পারে।

★ কাঁচা খাদ্যে বিপজ্জনক জীবাণু থাকতে পারে,যা খাদ্য তৈরির সময় অন্যান্য খাদ্যে স্থানান্তরিত হয়ে রোগের কারণ হতে পারে।

★ খাদ্য ভালোভাবে সিদ্ধ করলে প্রায় সব ধরণের রোগ-জীবাণু ধ্বংস হয়।

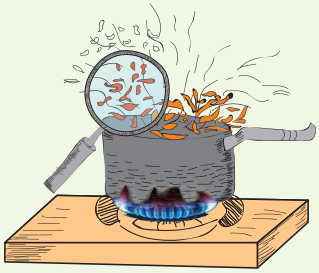

★ খাদ্য স্বাভাবিক তাপমাত্রায় রাখলে রোগ-জীবাণুর সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। খাদ্যের তাপমাত্রা ৫° সেলসিয়াস এর নিচে এবং ৬০° সেলসিয়াস এর উপরে হলে রোগ-জীবাণু বৃদ্ধির মাত্রা হ্রাস পায় অথবা বন্ধ হয়ে যায়।

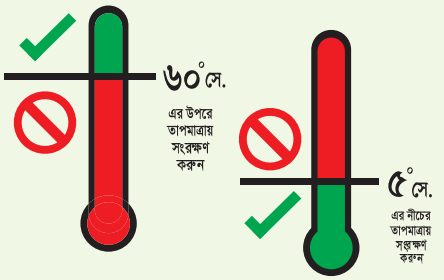

★ কাঁচা খাদ্য ভালোভাবে ধুয়ে ও খোসা ছাড়িয়ে নিলে খাদ্যবাহিত রোগের ঝুঁকি কমে যায়।

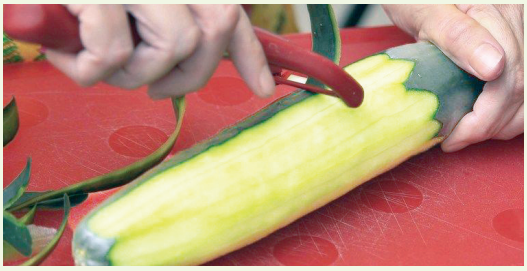

★ অনিরাপদ খাদ্যের মাধ্যমে প্রায় ২০০ রকম রোগ বিস্তার লাভ করে। দূষিত খাদ্য গ্রহণ করে বছরে প্রতি ১০ জনে ১জন লোক অসুস্থ হয়। ফলশ্রুতিতে সারা বিশ্বে প্রায় ৪,২০,০০০ লোক মৃত্যুবরণ করে। নিরাপদ খাদ্য এসব খাদ্যবাহিত রোগ প্রতিরোধে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

★ অনিরাপদ খাদ্য দীর্ঘমেয়াদী শারীরিক অসুস্থতার প্রধান কারণ। খাদ্যবাহিত রোগের প্রধান লক্ষণসমূহ হচ্ছে পাকস্থলি প্রদাহ, বমি এবং ডায়রিয়া। অনিরাপদ খাদ্য গ্রহণ করলে জন্ডিস, টাইফয়েড, ক্যানসারসহ মারাত্মক রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

★ অনিরাপদ খাদ্য দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থাকে প্রভাবিত করে। অনিরাপদ খাদ্য জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে; এর ক্ষতিকর প্রভাবে খাদ্য রপ্তানি এবং পর্যটন খাত ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

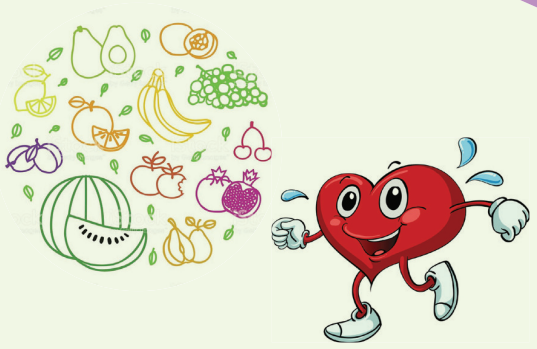

★ নিরাপদ খাদ্য শরীরের পুষ্টি সাধন করে। এছাড়া দূষণমুক্ত খাদ্য নিরোগ ও সুস্থ থাকতে সহায়তা করে ও কর্মক্ষমতা বাড়ায়।

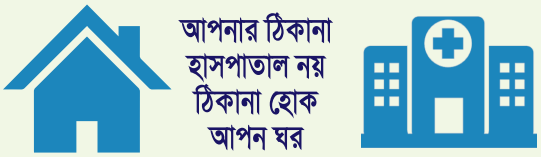

★ নিরাপদ খাদ্য গ্রহণের ফলে রোগমুক্ত থাকার পরিপ্রেক্ষিতে চিকিৎসা খাতে ব্যয় সাশ্রয় হয়।

নিরাপদ খাদ্যবিরোধী কার্য কি?

এর অর্থ খাদ্য ব্যবসা পরিচালনা বা নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিধি-নিষেধ লংঘনজনিত কোন কার্য, যা দণ্ডযোগ্য অপরাধ। অপরাধ ও দণ্ডের বিধান নিম্নরূপ ঃ

নিরাপদ খাদ্যবিরোধী কার্য ও অপরাধ	দণ্ড	পুনঃঅপরাধের দণ্ড
বিষাক্ত দ্রব্যের ব্যবহার (ধারা ২৩) ঃ মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর অথবা বিষক্রিয়া সৃষ্টিকারী রাসায়নিক দ্রব্য বা এর উপাদান বা বস্তু (যেমন- ক্যালসিয়াম কার্বাইড, ফরমালিন, সোডিয়াম সাইক্লামেট), বালাইনাশক (যেমন- ডিডিটি, পিসিবি তৈল), খাদ্যের রঞ্জক বা সুগন্ধি বা অন্য কোন বিষাক্ত সংযোজন বা প্রক্রিয়া সহায়ক দ্রব্য কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণে ব্যবহার বা অন্তর্ভুক্ত করা অথবা উক্তরূপ	অনূর্ধ্ব পাঁচ বছর কিন্তু অন্যূন চার বছর কারাদণ্ড বা অনূর্ধ্ব দশ লক্ষ টাকা কিন্তু অন্যূন পাঁচ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।	পাঁচ বছর কারাদণ্ড বা বিশ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।

নিরাপদ খাদ্যবিরোধী কার্য ও অপরাধ	দণ্ড	পুনঃঅপরাধের দণ্ড
দ্রব্য মিশ্রিত খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ মজুদ, বিপণন বা বিক্রয় করা।		
তেজস্ক্রিয়,ভারী-ধাতু,ইত্যাদির মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার (ধারা ২৪)ঃ নির্ধারিত মাত্রার অতিরিক্ত পরিমাণ তেজস্ক্রিয়তাসম্পন্ন বা বিকিরণযুক্ত পদার্থ অথবা প্রাকৃতিক বা অন্য কোন ভাবে থাকা কোন সমজাতীয় পদার্থ বা ভারী-ধাতু কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদোপকরণে ব্যবহার বা অন্তর্ভুক্ত করা।	অনূর্ধ্ব চার বছর কিন্তু অন্যূন তিন বছর কারাদণ্ড বা অনূর্ধ্ব আট লক্ষ টাকা কিন্তু অন্যূন চার লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।	চার বছর কারাদন্ড বা ষোল লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।
ভেজাল (ধারা ২৫) ঃ কোন ভেজাল খাদ্য বা খাদ্যোপকরণ বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে উৎপাদন করা অথবা আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ বা বিক্রয় করা।	অনূর্ধ্ব তিন বছর কিন্তু অন্যূন এক বছর কারাদণ্ড বা অনধিক ছয় লক্ষ টাকা	তিন বছর কারাদণ্ড বা বার লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।

নিরাপদ খাদ্যের ৫টি চাবি মে

১
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা

নিরাপদ পানি দিয়ে হাত ভালোভাবে ধুয়ে নেয়া

নিরাপদ পানিতে হাঁড়ি-পাতিল, থালা-বাসন ধুয়ে ব্যবহার করা

২
কাচাঁ ও রান্না করা খাদ্য আলাদা রাখা

খাদ্যবাহিত রোগ প্রতিরোধে কাঁচা এবং রান্না করা খাবার আলাদা করে রাখা

খাদ্যে
তাপমাত্রা
এ নুন্যত
রান্না

নে চলি, সবাই মিলে সুস্থ থাকি

৩
মাত্রায় রান্না করা

র কেন্দ্রস্থ
৭০ ডিগ্রি সেঃ
ম ২ মিনিট
করা

৪
সঠিক তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা

রান্না করা খাবার ৫ ডিগ্রী সেঃ এর নিচের তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা

দীর্ঘ সময় সংরক্ষণের ক্ষেত্রে -১৮ ডিগ্রী সেঃ এর নিচের তাপমাত্রায় রাখা

৫
নিরাপদ পানি ও খাদ্য উপকরণ ব্যবহার করা

ফলমূল ও শাকসবজি নিরাপদ পানিতে ধুয়ে নেয়া

নিরাপদ খাদ্যবিরোধী কার্য ও অপরাধ	দণ্ড	পুনঃঅপরাধের দণ্ড
	কিন্তু অন্যূন তিন লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।	
নিম্নমানের খাদ্য উৎপাদন, ইত্যাদি (ধারা ২৬) ঃ মানুষের আহার্য হিসেবে ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত মান অপেক্ষা নিম্নমানের কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ বিক্রয় করা অথবা বিক্রয়ে উদ্দেশ্যে উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ বা সরবরাহ করা।	অনূর্ধ্ব তিন বছর কিন্তু অন্যূন এক বছর কারাদণ্ড বা অনধিক ছয় লক্ষ টাকা কিন্তু অন্যূন তিন লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।	তিন বছর কারাদণ্ড বা বার লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।
খাদ্য-সংযোজন বা প্রক্রিয়াকরণ সহায়ক দ্রব্যের ব্যবহার (ধারা ২৭) ঃ খাদ্য-সংযোজন দ্রব্য ব্যবহার প্রবিধানমালা, ২০১৭ তে বর্ণিত মাত্রার অতিরিক্ত পরিমাণ খাদ্য	অনূর্ধ্ব তিন বছর কিন্তু অন্যূন এক বছর কারাদণ্ড বা অনধিক ছয় লক্ষ টাকা	তিন বছর কারাদণ্ড বা বার লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।

নিরাপদ খাদ্য বিরোধী কার্য ও অপরাধ	দণ্ড	পুনঃঅপরাধের দণ্ড
সংযোজন বা প্রক্রিয়াকরণ সহায়ক দ্রব্য কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণে ব্যবহার বা অন্তর্ভুক্ত করা অথবা উক্তরূপে প্রস্তুতকৃত কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ বা বিক্রয় করা।	কিন্তু অন্যূন তিন লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।	
বর্জ্য, ভেজাল দ্রব্য, ইত্যাদি খাদ্য-স্থাপনায় রাখা (ধারা ২৮) ঃ খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণে কোন ভেজাল দ্রব্য মিশ্রিত করার উদ্দেশ্যে শিল্প-কারখানায় ব্যবহৃত তৈল, বর্জ্য বা কোন ভেজালকারী দ্রব্য খাদ্য-স্থাপনায় রাখা বা রাখার অনুমতি প্রদান করা।	অনূর্ধ্ব তিন বছর কিন্তু অন্যূন এক বছর কারাদণ্ড বা অনধিক ছয় লক্ষ টাকা কিন্তু অন্যূন তিন লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।	তিন বছর কারাদণ্ড বা বার লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।

নিরাপদ খাদ্য বিরোধী কার্য ও অপরাধ	দণ্ড	পুনঃঅপরাধের দণ্ড
মেয়াদোত্তীর্ণ (ধারা ২৯) ঃ মেয়াদোত্তীর্ণ কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ বা বিক্রয় করা।	অনূর্ধ্ব তিন বছর কিন্তু অন্যূন এক বছর কারাদণ্ড বা অনধিক ছয় লক্ষ টাকা কিন্তু অন্যূন চার লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।	তিন বছর কারাদণ্ড বা বার লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।
বালাইনাশক, অণুজীব, ইত্যাদির ব্যবহার(ধারা ৩০) ঃ নির্ধারিত মাত্রার অতিরিক্ত পরিমাণ বালাইনাশক ও পশু বা মৎস্য-রোগের ঔষধের অবশিষ্টাংশ, হরমোন, এন্টিবায়োটিক বা বৃদ্ধি প্রবর্ধক ও দ্রাবকের অবশিষ্টাংশ, ঔষধ-পত্রের সক্রিয় পদার্থ, অণুজীব বা পরজীবী কোন	অনূর্ধ্ব তিন বছর কিন্তু অন্যূন এক বছর কারাদণ্ড বা অনধিক ছয় লক্ষ টাকা কিন্তু অন্যূন তিন লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।	তিন বছর কারাদণ্ড বা বার লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।

নিরাপদ খাদ্য বিরোধী কার্য ও অপরাধ	দণ্ড	পুনঃঅপরাধের দণ্ড
খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণে ব্যবহার বা অন্তর্ভুক্ত করা অথবা উক্তরূপ দ্রব্য মিশ্রিত কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ মজুদ, সরবরাহ বা বিক্রয় করা।		
জৈব, ব্যবহারিক ও স্বত্বাধিকারী খাদ্য, ইত্যাদি (ধারা ৩১) ঃ নির্ধারিত পদ্ধতিতে অনুমোদন গ্রহণ ব্যতিরেকে বংশগত বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনকৃত বা সংশোধিত খাদ্য, জৈব-খাদ্য, কিরণ-সম্পাতকৃত খাদ্য, স্বত্বাধিকারী, অভিনব ও ব্যবহারিক খাদ্য, বিশেষ পথ্য হিসেবে ব্যবহৃত খাদ্য, নিউট্রাসিউটিক্যাল এবং উক্তরূপ অন্যান্য খাদ্য উৎপাদন, আমদানি,	অনূর্ধ্ব তিন বছর কিন্তু অন্যূন এক বছর কারাদণ্ড বা অনধিক ছয় লক্ষ টাকা কিন্তু অন্যূন তিন লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।	তিন বছর কারাদণ্ড বা বার লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।

নিরাপদ খাদ্য বিরোধী কার্য ও অপরাধ	দণ্ড	পুনঃঅপরাধের দণ্ড
প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ বা বিক্রয় করা।		
খাদ্য মোড়কীকরণ ও লেবেলিং [ধারা ৩২(ক)] ঃ নির্ধারিত পদ্ধতিতে মোড়কীকরণ, চিহ্নিতকরণ ও লেবেল সংযোজন ব্যতিরেকে কোন প্যাকেটকৃত খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ উৎপাদন, বিতরণ বা বিক্রয় করা।	অনূর্ধ্ব দুই বছর কিন্তু অন্যূন এক বছর কারাদণ্ড বা অনধিক চার লক্ষ টাকা কিন্তু অন্যূন দুই লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।	দুই বছর কারাদণ্ড বা আট লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।
লেবেলে বিভ্রান্তিকর তথ্য [ধারা ৩২(খ)] ঃ খাদ্যদ্রব্যের গুরুত্ব বৃদ্ধি করতে এবং পরিমাণ ও পুষ্টিগুণের বিষয়ে লেবেলে কোন মিথ্যা তথ্য বা দাবি বা অপ-কৌশল অথবা মোড়কে বিভ্রান্তিকর তথ্য বা রোগ নিরাময়কারী ঔষধি বলে দাবি	অনূর্ধ্ব দুই বছর কিন্তু অন্যূন এক বছর কারাদণ্ড বা অনধিক চার লক্ষ টাকা কিন্তু অন্যূন দুই লক্ষ টাকা	দুই বছর কারাদণ্ড বা আট লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।

নিরাপদ খাদ্যবিরোধী কার্য ও অপরাধ	দণ্ড	পুনঃঅপরাধের দণ্ড
অথবা উৎসস্থল সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর কোন বক্তব্য লিপিবদ্ধকরণ।	অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।	
মোড়কে নির্দিষ্ট তথ্য লিপিবদ্ধ না করা [ধারা ৩২(গ)] ঃ নির্ধারিত পদ্ধতিতে মোড়কাবদ্ধভাবে বিক্রয় করার এবং মোড়ক গাত্রে উৎপাদন, মোড়কীকরণ ও মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ এবং উৎস-সনাক্তকরণ তথ্যাবলি স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করার শর্ত প্রতিপালন ব্যতিরেকে প্যাকেটকৃত কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ উৎপাদন, বিতরণ বা বিক্রয় করা।	অনূর্ধ্ব দুই বছর কিন্তু অন্যূন এক বছর কারাদণ্ড বা অনধিক চার লক্ষ টাকা কিন্তু অন্যূন দুই লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।	দুই বছর কারাদণ্ড বা আট লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।
মোড়কে লিপিবদ্ধ তথ্য পরিবর্তন [ধারা ৩২(ঘ)] ঃ প্যাকেটকৃত কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকণের মোড়কে	অনূর্ধ্ব দুই বছর কিন্তু অন্যূন এক বছর কারাদণ্ড	দুই বছর কারাদণ্ড বা আট লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড

নিরাপদ খাদ্যবিরোধী কার্য ও অপরাধ	দণ্ড	পুনঃঅপরাধের দণ্ড
লিপিবদ্ধ তথ্যাবলি পরিবর্তন করে বা মুছে কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ বিক্রয় করা।	বা অনধিক চার লক্ষ টাকা কিন্তু অন্যূন দুই লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।	বা উভয় দণ্ড।
ক্ষতিকর প্রক্রিয়ায় খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন, বিক্রয়, ইত্যাদি (ধারা ৩৩) ঃ নির্ধারিত স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ সংরক্ষণ বা প্রক্রিয়া অনুসরণের মানদন্ড ও শর্তের ব্যত্যয় ঘটিয়ে মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে এরূপ কোন প্রক্রিয়ায় প্রস্তুতকৃত কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ বা বিক্রয় করা।	অনূর্ধ্ব তিন বছর কিন্তু অন্যূন এক বছর কারাদণ্ড বা অনধিক ছয় লক্ষ টাকা কিন্তু অন্যূন তিন লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।	তিন বছর কারাদণ্ড বা বার লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।
পচা খাদ্য (ধারা ৩৪) ঃ রোগাক্রান্ত বা পচা মৎস্য বা	অনূর্ধ্ব তিন বছর কিন্তু	তিন বছর কারাদণ্ড বা

নিরাপদ খাদ্যবিরোধী কার্য ও অপরাধ	দণ্ড	পুনঃঅপরাধের দণ্ড
মৎস্যপণ্য অথবা রোগাক্রান্ত বা মৃত পশু-পাখির মাংস, দুগ্ধ বা ডিম দ্বারা কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ প্রস্তুত, সংরক্ষণ বা বিক্রয় করা।	অন্যূন এক বছর কারাদণ্ড বা অনধিক ছয় লক্ষ টাকা কিন্তু অন্যূন তিন লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।	বার লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।
ভোজনস্থলে পরিবেশন-সেবা (ধারা ৩৫) ঃ হোটেল রেস্তোরাঁ বা ভোজনস্থলে পরিবেশন-সেবা প্রদানকারী কর্তৃক নির্ধারিত মানদন্ডের ব্যত্যয় ঘটিয়ে দায়িত্বহীনতা, অবহেলা বা অসতর্কতার মাধ্যমে খাদ্যগ্রহিতার স্বাস্থ্যহানি ঘটানো।	অনূর্ধ্ব তিন বছর কিন্তু অন্যূন এক বছর কারাদণ্ড বা অনধিক ছয় লক্ষ টাকা কিন্তু অন্যূন তিন লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।	তিন বছর কারাদণ্ড বা বার লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।
ছোঁয়াচে ব্যাধি (ধারা ৩৬) ঃ ছোঁয়াচে ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তির দ্বারা কোন খাদ্যদ্রব্য বা	অনূর্ধ্ব দুই বছর কিন্তু অন্যূন এক	দুই বছর কারাদণ্ড বা আট লক্ষ

নিরাপদ খাদ্যবিরোধী কার্য ও অপরাধ	দণ্ড	পুনঃঅপরাধের দণ্ড
খাদ্যোপকরণ প্রস্তুত, পরিবেশন বা বিক্রয় করা।	বছর কারাদণ্ড বা অনধিক চার লক্ষ টাকা কিন্তু অন্যূন দুই লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।	টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।
নকল খাদ্য (ধারা ৩৭) ঃ ট্রেড মার্ক আইন, ২০০৯ এর অধীন নিবন্ধিত কোন ট্রেডমার্ক বা ট্রেড নামে বাজারজাতকৃত কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণের অনুকরণে অননুমোদিতভাবে কোন নকল খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ উৎপাদন, আমদানি, মজুদ, সরবরাহ বা বিক্রয় করা।	অনূর্ধ্ব তিন বছর কিন্তু অন্যূন এক বছর কারাদণ্ড বা অনধিক ছয় লক্ষ টাকা কিন্তু অন্যূন তিন লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।	তিন বছর কারাদণ্ড বা বার লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।
সংশ্লিষ্ট তথ্য বা চালান সংরক্ষণ ও প্রদর্শন (ধারা ৩৮) ঃ খাদ্য ব্যবসা পরিচালনাকালে, খাদ্যপণ্য বা খাদ্যোপকরণ	অনূর্ধ্ব এক বছর কিন্তু অন্যূন ছয় মাস কারাদণ্ড	এক বছর কারাদণ্ড বা চার লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা

নিরাপদ খাদ্যবিরোধী কার্য ও অপরাধ	দণ্ড	পুনঃঅপরাধের দণ্ড
উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ বা বিক্রয় সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের নাম, ঠিকানা ও রসিদ বা চালান সংরক্ষণ এবং কর্তৃপক্ষ বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে প্রদর্শন না করা।	বা অনধিক দুই লক্ষ টাকা কিন্তু অন্যূন এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।	উভয় দণ্ড।
অনিবন্ধিত (ধারা ৩৯) ঃ বাধ্যতামূলক নিবন্ধনের ব্যত্যয় ঘটিয়ে অনিবন্ধিত অবস্থায় কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ বা বিক্রয় করা।	অনূর্ধ্ব এক বছর কিন্তু অন্যূন ছয় মাস কারাদণ্ড বা অনধিক দুই লক্ষ টাকা কিন্তু অন্যূন এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।	এক বছর কারাদণ্ড বা চার লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।
কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা (ধারা ৪০) ঃ খাদ্য ব্যবসা পরিচালনাকালে, কর্তৃপক্ষ বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন	অনূর্ধ্ব এক বছর কিন্তু অন্যূন ছয় মাস কারাদণ্ড	এক বছর কারাদণ্ড বা চার লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা

নিরাপদ খাদ্যবিরোধী কার্য ও অপরাধ	দণ্ড	পুনঃঅপরাধের দণ্ড
ব্যক্তিকে খাদ্য ব্যবসা সংশ্লিষ্ট যে কোন বিষয়ে পরিদর্শন, তদন্ত, নমুনা সংগ্রহ বা পরীক্ষাকরণে সহযোগিতা না করা।	বা অনধিক দুই লক্ষ টাকা কিন্তু অন্যূন এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।	বা উভয় দণ্ড।
বিজ্ঞাপনে বিভ্রান্তিকর তথ্য (ধারা ৪১) ঃ খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ বিপণন বা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে নির্ধারিত শর্তাদি লঙ্ঘন করে বিজ্ঞাপনে বিভ্রান্তিকর বা অসত্য তথ্য অথবা মিথ্যা নির্ভরতামূলক বক্তব্য প্রদান করে ক্রেতার ক্ষতিসাধন করা।	অনূর্ধ্ব এক বছর কিন্তু অন্যূন ছয় মাস কারাদণ্ড বা অনধিক দুই লক্ষ টাকা কিন্তু অন্যূন এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।	এক বছর কারাদণ্ড বা চার লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।
মিথ্যা বিজ্ঞাপন (ধারা ৪২) ঃ খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণের গুণ, প্রকৃতি, মান, ইত্যাদি সম্পর্কে অসত্য বর্ণনাসম্বলিত কোন বিজ্ঞাপন প্রস্তুত, মুদ্রণ বা	অনূর্ধ্ব এক বছর কিন্তু অন্যূন ছয় মাস কারাদণ্ড বা অনধিক	এক বছর কারাদণ্ড বা চার লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।

নিরাপদ খাদ্যবিরোধী কার্য ও অপরাধ	দণ্ড	পুনঃঅপরাধের দণ্ড
প্রচার করা।	দুই লক্ষ টাকা কিন্তু অন্যূন এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।	

বিচার ঃ উক্ত অপরাধসমূহ সাধারণত খাদ্য আদালতে বিচার্য। তবে উচ্চতর দন্ডযোগ্য কোন বিশেষ অপরাধের ক্ষেত্রে অন্য কোন আইনে উচ্চতর দন্ড প্রদানের জন্য কর্তৃপক্ষ খাদ্য আদালতে না গিয়ে সংশ্লিষ্ট বিশেষ আদালত বা ট্রাইব্যুনালে মামলা দায়ের করতে পারবে। যেমন - Special Powers Act, 1974 এর অধীন বিশেষ আদালত বা ট্রাইব্যুনালে মামলা করা যাবে এবং এক্ষেত্রে শাস্তি মৃত্যুদন্ড পর্যন্ত হতে পারে।

নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ বাস্তবায়নে সহযোগিতা করুন।

বাংলাদেশ নিরাপ
Bangladesh Food
জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষ